আধুনিক মানবিক
স্মার্ট সিংড়া
গড়ে তুলতে

নৌকা মার্কায়
ভোট দিন

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

সিংড়ার এগিয়ে যাওয়ার এক পলক
২০০৯-২০২৩

১০ এমভি ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, চৌগ্রাম স্কুল অ্যান্ড কলেজ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, স্থাপনদিঘি উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

জামতলী চড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ১৯০টি ভূমিহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান

ছাতারদিঘি ইউনিয়ন পরিষদের ভবন, কালীগঞ্জ রহিম উদ্দিন আহমেদ কলেজের চারতলা আইসিটি ভবন নির্মাণ

ইউনিয়ন পরিষদের ভবন, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্র, বামিহাল রহমত ইকবাল অনার্স কলেজের চারতলা আইসিটি ভবন নির্মাণ

চলনবিল স্মার্ট সিটি, ১টি হাইটেক পার্ক, ১টি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, ১টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ১টি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্মাণ যেখানে ২০ হাজার তরুণ তরুণীর কর্মসংস্থান হবে
মরহুম ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ সেতু, জোর মল্লিকা ঘাটে সেতু নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু টেকনিক্যাল এন্ড কমার্স কলেজ জাতীয়করণ

বনকুঁড়ি কমিউনিটি ক্লিনিক,
বনকুঁড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ তলা ভবন নির্মাণ

বিয়াশ বাজার থেকে বিলদহর পর্যন্ত সাবমার্সিবল রাস্তা নির্মাণ

তাজপুর কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন

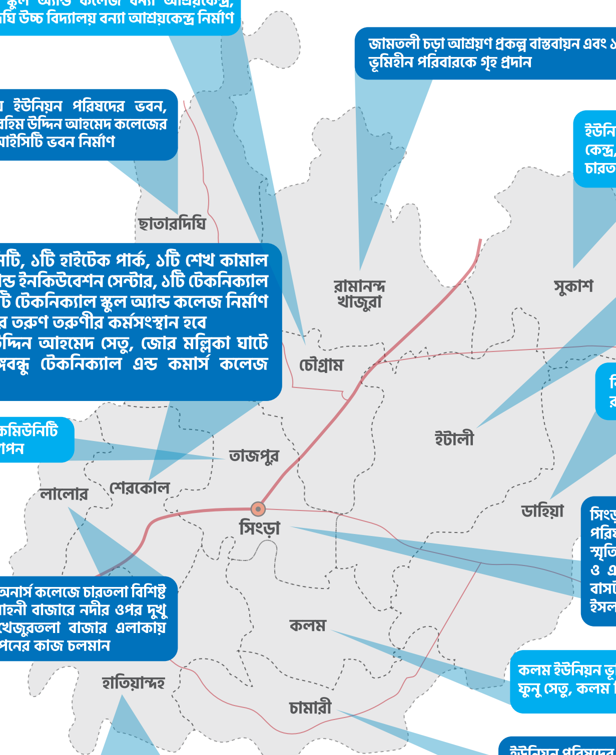

সিংড়া পৌর শহর রক্ষা বাঁধ, সুবর্ণ সরোবর, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, উত্তরাঞ্চলের প্রথম ও একমাত্র ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ, সিংড়া পৌর বাসটার্মিনাল স্থাপন, উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণাধীন

বিলহালতি ত্রিমোহনী অনার্স কলেজে চারতলা বিশিষ্ট আইসিটি ভবন, ত্রিমোহনী বাজারে নদীর ওপর দুখু মিয়া সেতু নির্মাণ, খেজুরতলা বাজার এলাকায় বিদ্যুতের উপকেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান

কলম ইউনিয়ন ভূমি অফিস, মরহুম ফজলার রহমান ফুনু সেতু, কলম ডিগ্রি কলেজে ৪ তলা ভবন নির্মাণ

ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মাণ, বকুল-মধু সেতু নির্মাণাধীন

বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজে ৩ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি
প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সহ-সভাপতি, নাটোর জেলা আওয়ামী লীগ
সংসদ সদস্য, ৬০ নাটোর-৩ সিংড়া

NATIONAL EMERGENCY SERVICE 999

তথ্য ও সেবা 333 সবসময়

দুর্নীতি দমন কমিশন ১০৬

আপনার যেকোন অভিযোগ, পরামর্শ এবং তথ্যের জন্য
পলক-কে ফোন করুন
০১৭৬৬৬৯৯৯৯৯

zapalak | @zapalak | @palak.mp | @zapalak | zapalak | @zapalak | palak.net.bd

প্রিয় সিংড়াবাসী,

আসসালামু আলাইকুম এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি জানাই আদাব। আমি জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক। আপনাদের চিরচেনা পলক, সিংড়ার পলক, চলনবিলের পলক। আমি চাই এটাই আমার একমাত্র পরিচয় হোক। কারো ভাই, কারো বন্ধু, কারো সন্তান হিসাবে আমি সিংড়াবাসীর আমৃত্যু সেবা করে যেতে চাই।

আপনারা জানেন, আমার নির্বাচনী এলাকা ৬০ নাটোর- ৩ সিংড়া এর অবকাঠামোগত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের দেয়া আমার ওপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব আমি নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করেছি এবং করে চলেছি। এই কাদামাটিতে বেড়ে ওঠা সন্তান হিসাবে প্রাণপ্রিয় সিংড়াবাসীর সুখে-দুখে পাশে থাকার প্রয়াস আমার সর্বদাই ছিল, আছে এবং থাকবে। আমার চেষ্টার হয়তো ত্রুটি থাকতে পারে, তবে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার এতটুকু কমতি নেই, এই কথা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলতে পারি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক হিসাবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে আমি আমার সর্বোচ্চ মেধা, শ্রম এবং ভালোবাসা দিয়ে সিংড়াবাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি এবং ভবিষ্যতেও আমার এই প্রচেষ্টা অব্যহত থাকবে।

আপনারা জানেন, সবাইকে সাথে নিয়ে দীর্ঘ ৩৭ বছরের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া চলনবিল অধ্যুষিত সিংড়াকে আধুনিক স্মার্ট সিংড়া হিসাবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় আমি নিয়েছি। এই দৃঢ়তা আমি কোথায় পেয়েছি? আমার এই দৃঢ়তার উৎসস্থল আপনারাই। আমার সকল কর্মের প্রেরণা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নীতি ও আদর্শ। আমার সামনে এগিয়ে চলার বাতিঘর বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

আমি একা পলক কিছুই না। কিন্তু যখন সিংড়ার প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি মহল্লা, প্রতিটি ঘর বলে- পলক আমাদের লোক। তখনই আমি পাই সিংড়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়, পাই পাহাড়সম শক্তি। আমার জীবনের একটাই আকাঙ্ক্ষা আমি সিংড়াবাসী আপনাদের সকলের সহযোগিতায় একটি উন্নত, আধুনিক, নিরাপদ, নান্দনিক, মানবিক ও স্মার্ট সিংড়া গড়ে তুলতে চাই।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনারা আপনাদের মূল্যবান ভোটের মাধ্যমে আমাকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে আপনাদেরই সহযোগিতায় একসময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন জনপদকে শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসতে পেরেছি, ডাকাতের উৎপাত ও সন্ত্রাসী সকল কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সিংড়াকে আরো নিরাপদ করে তুলতে পেরেছি, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সিংড়ার প্রতিটি গ্রামের মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে পাকা সড়ক, প্রয়োজনীয় ব্রিজ-কালভার্ট তৈরি করেছি। সিংড়ায় শিক্ষার প্রসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত আমূল পরিবর্তন করেছি। সিংড়ার সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবার মান উন্নয়ন করেছি। এমনকি বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায়ও সিংড়া উপজেলা রোল মডেল হিসেবে সারাদেশে ব্যাপক সমাদৃত ও অনুসরণীয় হয়েছে। এই সকল কাজই করা সম্ভব হয়েছে আমার প্রতি আপনাদের নিরন্তর ভালোবাসা আছে বলে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমার প্রতি সিংড়াবাসীর এই ভালোবাসা অব্যহত থাকবে। আগামীদিনেও আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের প্রাণ প্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয়ে একটি আধুনিক স্মার্ট সিংড়া বিনির্মাণে এগিয়ে যাবো। প্রিয় সিংড়াবাসী, আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ, ভালোবাসা, ভোট ও সহযোগিতা সবসময়ই প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ইতি

আপনাদের পলক

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয় ভাইয়ের সাথে

কিছু বিশেষ মুহূর্ত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর একজন ক্ষুদ্র সৈনিক হিসেবে আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য যে আমি তাঁর সুযোগ্য কন্যা, গণমানুষের মুক্তির কাণ্ডারী, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ভাইয়ের সান্নিধ্য পেয়েছি।

তাঁদের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় ভিশন-২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরে আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। আশা করি আগামীতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন-২০৪১ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করার সুযোগ পাবো এবং আমার প্রাণের সিংড়াবাসীর সুখে-দুঃখে তাঁদের পাশে সবসময় দাঁড়াতে পারবো। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাকে জনমানুষের সেবায় আজীবন নিয়োজিত থাকার সুযোগ করে দিন এই আমার প্রার্থনা।

পবিত্র কোরআন শরীফ উপহার দিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা

১৮ জুন ২০২৩ রবিবার মহান জাতীয় সংসদে চলমান বাজেট অধিবেশনে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে আইসিটি ডিভিশনের বাজেট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করি। আমার উপস্থাপনা শেষে স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে এবং মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সংসদের অফিসে যাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বভাবসুলভ নেতৃত্ব আর বিচক্ষণতায় আমাকে এই কার্যক্রমের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, ভবিষ্যতে এই কার্যক্রমকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সে বিষয়েও পরামর্শ দেন।

কথা বলার একপর্যায়ে নেত্রীর টেবিলে অতি সুন্দর এবং দৃষ্টিনন্দন কোরআন শরীফ আমার চোখে পড়ে। আমি কিছু না ভেবেই নেত্রীকে বলে ফেলি, বাহ্, এটা তো খুব সুন্দর! আমাকে চমকে দিয়ে প্রাণপ্রিয় নেত্রী বললেন, "আচ্ছা! তোমার যখন এতই পছন্দ! এটা তবে তুমি নিয়ে যাও তোমার জন্য উপহার!"

একজন মমতাময়ী মায়ের জন্য তার এক সন্তানকে কোরআন শরীফ দেয়ার চেয়ে দামী উপহার আর কিছুই তো নেই!

আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর একজন সৈনিক হিসেবে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের আপামর মানুষের আস্থার প্রতীক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আকুণ্ঠ ভালোবাসা ও স্নেহ পেয়েছি। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া এই কোরআন শরীফ আমাকে নিশ্চয়ই মানুষের কল্যাণে আরও নিবেদিতপ্রাণ করে তুলবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু দান করুন। আমিন।

চলনবিল স্মার্ট সিটি

চলনবিল শুনলেই এক সময় কাদামাটি অধ্যুষিত, পিছিয়ে পড়া মানুষের চিত্র ফুটে উঠতো তবে এই চিত্র বদলে গেছে বিগত ১৪ বছরে। আমি সিংড়া থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর চলনবিল স্মার্ট সিটি নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিই। আইসিটি বিভাগের অধীনে সেখানে হাই-টেক পার্ক, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার এবং সিংড়া টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে সিংড়াতে বসেই আগামী প্রজন্মের সন্তানেরা ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। বিদেশগামী যারা আছেন তারা সিংড়া টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাধ্যমে ট্রেনিং নিয়ে বিদেশের মাটিতে আরও বেশি সম্মানিত জীবনের অধিকারি হতে পারবে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০ হাজার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেইসাথে প্রতিবছর প্রত্যক্ষভাবে এক হাজার এবং পরোক্ষভাবে তিন হাজার তরুণ-তরুণী এখান থেকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন।

স্থানীয় রাস্তাঘাটের উন্নয়ন

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৩৭ বছর চলনবিল এলাকা ছিল অনুন্নত, অবহেলিত ও উন্নয়ন বঞ্চিত একটি জনপদ। ২০০৮ সালের পরে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাল্টে গেছে চলনবিলের মানুষের জীবনযাত্রা। আমি নির্বাচিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট সিংড়াবাসীর দুর্ভোগ লাঘবে সিংড়া-বারুহাস সাবমারসিবল রাস্তা নির্মাণের দাবি রাখি। দীর্ঘ ৩৭ বছরের অবহেলিত সিংড়ার চলনবিলে মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সিংড়া-বারুহাস-তাড়াশ সাবমারসিবল সড়ক সিংড়াবাসীকে উপহার দিয়েছেন। সড়কটি বাস্তবায়নের ফলে চলনবিলের হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে। এর ফলে সিংড়ার কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল বিষয়ে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। প্রায় ২৭৬ কি. মি. বিটুমিনাস ও ২৮ কি. মি. সাবমারসিবল রাস্তা যুক্ত হয়ে সিংড়ার যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত করেছে।

আমি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি সিংড়াবাসীর মহামূল্যবান আমানত ভোট ও ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করার। চলনবিলের প্রিয় মানুষের সুবিধার জন্য সিংড়া-বারুহাস-তাড়াশ রাস্তাটি বাস্তবায়ন করেছি। শুকনায় পাও আর বর্ষায় নাও এই ছিল আমাদের পরিচয়। দেশে আমরা ছিলাম চলনবিলের কাঁদা খুঁচা মানুষ হিসেবে পরিচিত। এক সময় সেই দীর্ঘ দুর্ভোগের রাস্তা এখন চলনবিলের লাইফ লাইনে পরিণত হয়েছে। বিশ্বে এখন চলনবিল, আলোকিত একটি জনপদ। এখন মানুষ গর্বের সাথে পরিচয় দেয় আমি চলনবিলের সন্তান, আমার বাড়ি চলনবিল। আমার প্রাণের সিংড়ার মাটি ও মানুষের সেবায় আমৃত্যু নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই।

সিংড়া পৌর শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ

প্রাকৃতিক কারণে সিংড়া প্রতি বছরই বন্যায় প্লাবিত হয়। সেকারণেই পৌরবাসীর প্রাণের দাবি ছিলো একটি শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ। জনসাধারণের প্রাণের এই দাবি পূরণের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিই। বাঁধটি নির্মাণ করি। বাঁধটি নির্মাণের ফলে পৌরবাসীর দীর্ঘ দিনের ভোগান্তির আজ অবসান হয়েছে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান শহীদদের অসামান্য ত্যাগ ও শৌর্যের স্মৃতির স্মারক জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে সিংড়ায় স্থাপন করেছি স্মৃতিসৌধ। উদ্বোধনের পর থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারিসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সিংড়া উপজেলার সর্বস্তরের মানুষ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এই স্মৃতিসৌধে।

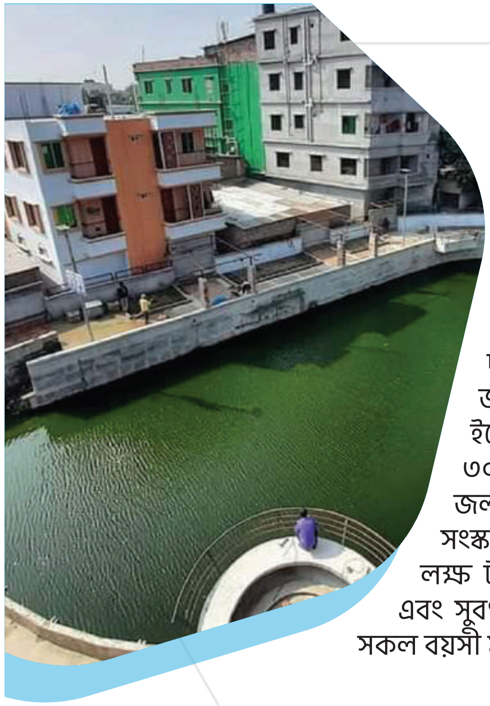

সিংড়া পৌর
ক্যানেল সংস্কার
করে সুবর্ণ সরোবরে রূপান্তর

একটি শহরের মধ্যে যেকোন জলাশয় সেই এলাকার শুধুমাত্র সৌন্দর্যই বহন করে না, বরং বায়ুমণ্ডলকে শীতল রাখাসহ ইকো-সিস্টেমকে ঠিক রাখে। কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরে ময়লা-আবর্জনার কারণে ক্যানেলের জায়গা দখল হয়ে আসে। সেইসাথে এর সৌন্দর্য এবং ইকো-সিস্টেম পুরোপুরি ধ্বংসের মুখোমুখি চলে যায়। অথচ ৩০ বছর পূর্বেও এই ক্যানেলটি বহমান ছিল এবং তার জলধারা সরাসরি সংযুক্ত ছিল চলনবিলের সাথে। ক্যানেল সংস্কার ও তার সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ২০১৫ সালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্যানেলটি সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করি এবং সুবর্ণ সরোবরে রূপান্তর করি। বর্তমানে এটি নারী-শিশুসহ সকল বয়সী মানুষের মিলনমেলা এবং বিনোদনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

সিংড়াতেও
শতভাগ বিদ্যুতায়ন

একটা সময় ছিলো যখন সূর্যের আলো ঢলে পড়লেই সিংড়ার মানুষের আলোর উৎস ছিলো হ্যারিকেন, কুপি কিংবা হ্যাজাক। কিন্তু আজকে সিংড়ার নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা মনে হয় হ্যাজাকবাতি চিনবেই না। এই হচ্ছে বদলে যাওয়া সিংড়ার গল্প। আজ সিংড়ার ঘরে ঘরে সংবাদ দেখার জন্য রয়েছে টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক ফ্যান, ফ্রিজসহ আধুনিক সরঞ্জাম। কিন্তু এই বদল কীভাবে এলো?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করার লক্ষ্যে সিংড়ায় গ্রহণ করি নানা উদ্যোগ। পূর্বে সিংড়াতে ১০ এমভি ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ছিলো। আমি নির্বাচিত হওয়ার পর জামতলীতে ১৫ এমভিএ এবং খেজুরতলায় ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে সিংড়ার বিদ্যুৎশক্তির সক্ষমতা ২৫ এমভিতে উন্নীত করি।

বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রগুলো নির্মাণের ফলে সিংড়াবাসীর দীর্ঘদিনের বিদ্যুতের দুর্ভোগ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। সেইসাথে ২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এক লক্ষ দশ হাজার পরিবারে নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় এসেছে। এর ফলে আমার প্রিয় সিংড়াবাসীর সার্বিক জীবনমান আরও উন্নত হয়েছে।

সেতু নির্মাণ

স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন সিংড়ায় রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্টসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। ফলে এই এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও কোন উন্নয়ন ঘটেনি। আমি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেই। আমার প্রথম লক্ষ্য ছিলো সিংড়া পৌরসভার সাথে ১২টি ইউনিয়নকে যুক্ত করা। নদী এবং বিল অধ্যুষিত হওয়ার কারণে সিংড়া পৌরসভার সাথে ১২টি ইউনিয়নের আন্তঃসংযোগ ছিলো না। তাই পুরো সিংড়াকে একটি আন্তঃযোগাযোগব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্যে আমি বেশকিছু সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেরকোল জোর মল্লিকা সেতু, সিধাখালি সেতু, মরহুম ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ সেতু, লালোর দুখুমিয়া সেতু, ত্রিমোহনীতে ফুনু মিয়া সেতু, চামারিতে বকুল মধু সেতু (নির্মাণাধীন), পৌরসভার শৈওলমারি সেতু, নিংগইন ঘাট সেতু (নির্মাণাধীন), মহেশচন্দ্রপুর ঘাট সেতু (নির্মাণাধীন), কলম ইউনিয়নের বলিয়াবাড়িয়া সেতু, চৌগ্রামের বরিয়াখালের সেতু।

এই সেতুগুলো নির্মাণের আগে পৌরসভার সাথে সড়ক সংযোগ ছিলো না, এখন সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। আমার প্রাণপ্রিয় সিংড়াবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর বেশিরভাগ পূরণ করার তৌফিক আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে দিয়েছেন বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। এভাবেই আজীবন জনগণের সেবক হিসেবে জনগণের উন্নয়নে আমি কাজ করে যেতে চাই।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স
এবং বীর নিবাস নির্মাণ

আমি নির্বাচিত হওয়ার পর স্বাধীনতার সূর্যসন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে সিংড়ায় নির্মাণ করেছি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন। প্রায় সোয়া আট শতক জায়গার ওপর ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা ব্যয়ে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের সিংড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কমপ্লেক্স ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও সিংড়া উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৩টি বীর নিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আরও ১৫টি বীর নিবাস নির্মাণের কাজ, যেটা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।

চলনবিল শিক্ষা উৎসবে
কৃতি সন্তান ও শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

আমি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে সিংড়ায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর কৃতি শিক্ষার্থীদের, শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "চলনবিল শিক্ষা উৎসব"-এর আয়োজন করে আসছি। সেই আয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সম্মাননা, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক সম্মাননা, অবসরপ্রাপ্ত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সম্মাননা, অবসরপ্রাপ্ত মাদ্রাসা শিক্ষক সম্মাননা, প্রজ্ঞাময়ী মা সম্মাননা, সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্মাননা, মরণোত্তর গুণীজন সম্মাননা, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, সফল যারা কেমন তারা সংবর্ধনা, অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ক্যাটাগরিতে সম্মাননা এবং সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন করেছি।

একজন
সাজেদা খাতুন ও একটি নিজের ঘর

আপনাদের অনেকেরই বোধয় সাজেদা খাতুনের কথা মনে আছে। টেলিভিশনের এক সংবাদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমি প্রথম তার অসহায় জীবনের কথা জানতে পারি। পরে খোঁজ নিয়ে আমি তার কাছে যাই। যাওয়ার পর তার মুখে শুনি তার জীবনের কথা। সেটা শুনে সেদিন তাকে একটি কথাই বলেছিলাম, আমি আপনার ছেলের মতো। আজ থেকে আপনার সকল দায়িত্ব আমার।

সম্প্রতি সাজেদা খাতুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উপহারের বাড়ি বুঝে পেয়েছেন। তার এই প্রাপ্তি, তার স্বচ্ছল জীবনে ফিরে আসা আমাকে ভীষণভাবে আনন্দ দেয়।

আজকে সাজেদা খাতুনের একটা নিজের ঘর আছে। তার মতো হাজারো ঘরহীন মানুষের আশ্রয় হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার আশ্রয়ণ প্রকল্পের কারণে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী উদ্যোগের কারণে সাজেদা খাতুনসহ সারাদেশের লাখো পরিবারের মতো সিংড়া উপজেলার প্রায় গৃহহীন ১৯৯৩টি পরিবার পেয়েছেন নিজেদের একান্ত ঠিকানা, পেয়েছেন মাথা গোঁজার ঠাঁই।

সাজেদা খাতুনের মত হাজারো মানুষের অধিকার প্রাপ্তির মাধ্যমেই আমরা এগিয়ে চলেছি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে। তাদের হাসিমাখা মুখের ছবিতে প্রতীয়মান হয়ে উঠছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার খাল খননে বদলে গেছে চলনবিলের দৃশ্যপট, কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন

মৎস্য ও শস্য ভান্ডারখ্যাত নাটোরের সিংড়া উপজেলা। 'মাছে ভাতে বাঙালি' প্রবাদটি যেন চলনবিল অধ্যুষিত এই এলাকার মানুষের ক্ষেত্রে শতভাগ সত্য। সেই চলনবিল থেকেও হারিয়ে যেতে বসেছিলো নানা প্রজাতির মাছ। তবে আনন্দের সংবাদ যে, প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার খাল খনন এবং পুনঃখননের ফলে চলনবিল আজ নানান প্রজাতির মাছের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে এবং খালকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে দেশের বৃহত্তম শুটকি চাতাল। এলাকার মাছের চাহিদা মিটিয়ে এখান থেকেই দেশের ২০টি জেলায় প্রতিদিন সরবরাহ করা হচ্ছে শুটকি মাছ। অন্যদিকে খাল খননের ফলে কৃষিক্ষেত্রেও ঘটেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, খুব সহজেই কৃষকেরা পাচ্ছেন সেচ সুবিধা।

কিন্তু কীভাবে ঘটলো এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন? স্বাধীনতা পরবর্তী যারাই ক্ষমতায় এসেছেন কেউ-ই অবহেলিত সিংড়ার চলনবিলবাসীর দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে কাজ করেননি। আমি প্রথম নির্বাচিত হওয়ার পরেই একাজে উদ্যমী হই। আমার এই উদ্যমের পেছনে কাজ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কোনো জমি অনাবাদি না রাখার ঘোষণা। আর এই কাজ বাস্তবায়নে আমাকে সাহস জুগিয়েছে আমার প্রাণপ্রিয় সিংড়াবাসী। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং ভালোবাসার ফলেই সিংড়ায় প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার খাল খনন আজ বাস্তবতায় রূপ লাভ করেছে। সেইসাথে পূরণ হয়েছে সিংড়াবাসীর দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত দাবি। একটানা প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার খাল খননের উপকারভোগী আজ সিংড়া উপজেলার ৮০ হাজার কৃষক পরিবার, মৎস্যজীবী পরিবারসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ।

অন্ধকারে নিমজ্জিত
চলনবিল আজ
আলোকিত জনপদ

একটা সময় ছিলো যখন পুরো চলনবিল অন্ধকারে ডুবে থাকতো! চলনবিলবাসীর জন্য এটা ছিলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতোই একটা মহাদুর্যোগ। কারণ নাটোর সদরের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও এখানকার মানুষ ছিলো আধুনিক নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। স্বাধীনতার ৩৭ বছরেও আলোর মুখ দেখেনি চলনবিলের গ্রামগুলো। অন্ধকার গ্রামগুলো সন্ধ্যা পেরোলেই হয়ে উঠতো আতঙ্কের অভয়ারণ্য।

অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই চলনবিলের সন্তানদের ভবিষ্যৎও ছিলো অন্ধকার! পড়ালেখার কোনো পরিবেশ ছিলো না। বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে প্রসূতি মায়েদের সহ্য করতে হয়েছে নিদারুণ কষ্ট। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসার পথেই অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন, আবার অনেকেরই রাস্তার মধ্যেই ডেলিভারি হতো। এমন অনেক গল্পের সাক্ষী চলনবিলের আকাশ-বাতাস-মাটি।

তবে এই করুণ গল্পেও বাঁক আসে। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় জাতিকে শতভাগ বিদ্যুৎ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন জননেত্রী। তাঁর এই আহ্বানে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসাবে আমিও যুক্ত হই, আমার প্রাণপ্রিয় সিংড়াবাসীর উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্য নিয়ে।

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার দয়ায়, বিগত ১৪ বছরে আমার প্রিয় সিংড়াবাসীর আস্থা ও ভালোবাসার মূল্য দিতে আমি সক্ষম হয়েছি। আতঙ্ক এবং অন্ধকারের জনপদ বর্তমানে শতভাগ বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত। আজ সিংড়ার নতুন প্রজন্মের সন্তানরাও স্বপ্ন দেখতে পারছে উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত জীবন গড়ার। সিংড়াবাসী তাদের আরেক সন্তান জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের ওপর ভরসা ও ভালোবাসা বজায় রেখেছে বলেই এই কাজ আমি করতে সক্ষম হয়েছি।

নদী ভাঙ্গন ও বন্যার কবল থেকে
রক্ষা পেয়েছে সুফিয়ার মত শত শত নারী

সিংড়া পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের গাইনপাড়া মহল্লার বাসিন্দা সুফিয়া বেওয়া। দিনমজুর স্বামী ও তার সংসার এমনিতে ঠিকঠাকভাবে চললেও বর্ষা মৌসুমে তাদের ঘুম হারাম হয়ে যেতো। কখন নদী গর্ভে বাড়ি বিলীন হয়ে যায়, এই আশঙ্কা প্রতিনিয়ত তাদের ভীত করে রাখতো। তার মতোই হাজারো চলনবিলবাসীর এই ভয়ে কত যে নির্ঘুম রাত কেটেছে তার হিসেব নেই। চলনবিল অধ্যুষিত সিংড়া উপজেলা সব সময় নদী ভাঙ্গন এবং বন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবেই চিহ্নিত। প্রায় প্রতি বছরেই সিংড়ার হাজারো মানুষ এক অসহনীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিমজ্জিত হয়। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য ২০০৮ সালের আগে সিংড়ার কেউ-ই তেমন একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২০ সালের বন্যায় সিংড়া শহর ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সরকারপাড়া বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় শত শত বাড়ি প্লাবিত হয়। তাছাড়া আত্রাই, গুরনই নদীর তীরবর্তী শহর হওয়ায় সিংড়ায় প্রতি বছর বন্যার কারণে ঘর-বাড়ি ধসে পড়ে। ফলে সিংড়া বাজার, সরকারি গোডাউন অফিস, কেন্দ্রীয় শ্মশান গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোই বন্যার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এজন্য শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ সিংড়ার মানুষের প্রাণের দাবি হয়ে ওঠে।

আমি সিংড়া থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করি। ১ কিলোমিটার গাইড ওয়ালসহ ১.৭ কিলোমিটার শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করি আমাদের প্রিয় সিংড়াকে ঝুঁকিমুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। বাঁধটাকে সুসজ্জিত করতে ইতিহাস-ঐতিহ্যের সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত তিন কবির নামে গড়ে তুলি রবীন্দ্র সরোবর, নজরুল সরোবর এবং জীবনানন্দ সরোবর। শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ হওয়ার ফলে সুফিয়া বেওয়াদের জীবন নিশ্চিত ও সুরক্ষিত হয়েছে। এখন সুখে ও আনন্দে দিন কাটছে তাদেরসহ হাজারো সিংড়াবাসীর।

জীর্ণ ঘর ছেড়ে ২ হাজার পরিবার পেয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহারের পাকা ঘর

জরিনা বিবির নিবাস আমার নির্বাচনী এলাকা সিংড়ার সুকাশ ইউনিয়নের আধখোলা গ্রামে। দিনমজুর স্বামীর সংসারে তার দিন এনে দিন খেয়ে কোনো রকম চলে। কোনো রকমে সংসার চালিয়ে একটা ঘরের টিন কেনার সামর্থ্যটুকুও তারা করে উঠতে পারেননি। একটা সময় ছিলো যখন বৃষ্টি এলেই ঘরে পানি পড়তো।

আগে একবার লোন নিয়ে ঘর ঠিক করেছিলেন কিন্তু লোন শোধ করতে পারেননি তবে প্রবল ঝড়ে ঘরটি ভেঙে যায়। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন তারও ডিভোর্স হয়ে যায়। অভাব এবং অসহায় জীবন নিয়ে জরিনা বিবি পাড়ি জমান ঢাকায়। মেয়েকে সাথে নিয়েই গার্মেন্টসে ছোটখাট চাকরি নেন, আর স্বামী ঢাকায় রিক্সা চালানো শুরু করে। এমনভাবেই অসহায় ও ভাসমান জীবন চলছিলো তাদের।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের কথা জেনে একদিন জরিনা বিবি আমার কাছে আসেন। আমি চেষ্টা করে প্রকল্প তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করে দিই। তালিকায় নাম ওঠার পর শুরু হয় তার ঘর নির্মাণের কাজ। তিনি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না, কোনো টাকা খরচ ছাড়াই একটি পাকা বাড়ির মালিক হতে পারবেন। শুধু জরিনা বিবি কেন বাংলাদেশের গৃহহীন মানুষেরা যে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে, এটা ছিলো অনেকের কাছেই কল্পনাতীত। কিন্তু সেটাকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গৃহিত 'আশ্রয়ণ' প্রকল্পের মাধ্যমে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের এসব বাড়িতেই ঠিকানা হয়ে উঠেছে গৃহহীন হাজারো মানুষের।

জরিনা বিবির পরিবার নিজেদের ঠিকানা পেয়ে বসতভিটায় সবজি চাষও শুরু করেছেন। স্বাচ্ছন্দ্যে চলছে তাদের সংসার। সারা বাংলাদেশেই বর্তমানে এই চিত্র দেখা যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় সাহিকতার কারণে। এর ফলে আমার নির্বাচনী এলাকা সিংড়াতেও জরিনা বিবির মত প্রায় দুই হাজার গৃহহীন মানুষের সংসারে আজ শান্তির ছায়া বিরাজ করছে। তাদের এই প্রাপ্তি একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমাকে স্বস্তি দেয়। বঙ্গবন্ধু একটা কথা বলতেন, "আমার জীবনের একমাত্র কামনা- বাংলাদেশের মানুষ যেনো তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।"

জাতির পিতার নীতি ও আদর্শ বুকে ধারণ করেই আমি দেশের মানুষের জন্য, আমার প্রাণপ্রিয় সিংড়াবাসীর জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবো।

চলনবিলের কৃষকের জীবনেও লেগেছে বদলের হাওয়া

একটা প্রবাদ আছে, 'বিল দেখতে চলন, গ্রাম দেখতে কলম।' কৃষি সম্পদে ভরপুর আমাদের প্রাণপ্রিয় চলনবিল অঞ্চল। অথচ একটা সময় ছিলো যখন চলনবিলের কৃষকদেরও সহ্য করতে হয়েছে অসহনীয় কষ্ট। প্রয়োজনের সময় তারা সার পাননি, বীজ পাননি। এমনকি কৃষি উপকরণে ভুর্তকির হারও ছিলো তখন শূন্যের কোঠায়। তবে এই চিত্র এখন বদলে গেছে।

সিংড়াবাসী আমাকে নির্বাচিত করার পর আমি চলনবিলের অর্থনীতির চালিকাশক্তি কৃষি ও কৃষককে সুরক্ষিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করি। বিগত ১৪ বছরে আমি সিংড়ার কৃষি ও কৃষকদের সুরক্ষিত করার জন্য ৬২,২৫০টি কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেছি; ৫৮,৫২০টি দশ টাকার ব্যাংক একাউন্ট খুলে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি; ৪৮,১৮৮ জন কৃষককে ভর্তুকি প্রদান করেছি এবং ৯৭,০৪৬ জন কৃষকের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ করেছি, ৪,৯৫৮ জনকে পাট পঁচানোর জন্য ভর্তুকি প্রদান কম্বাইন হারভেস্টার, ৫৯টি কম্বাইন হারভেস্টার, ৭২টি ভর্তুকি মূল্যে পাওয়ার টিলার, ৯৭টি ভর্তুকি মূল্যে পাওয়ার থ্রেসার, ১২টি ভর্তুকি মূল্যে রিপার, ১১১টি ভর্তুকি মূল্যে ফুট পাম্প সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছি। এছাড়াও সিংড়ায় ০৩টি মেইজ শেলার, ০৪টি ড্রায়ার মেশিন, ১৩টি গার্ডেন টিলার, ২০টি মিনি কর্ণসেলার, ০১টি কৃষি যন্ত্র সেবা কেন্দ্র স্থাপন, ০১টি সিডার, ০১টি পলিনেট হাউজ স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি ও কৃষকবান্ধব চলনবিল বিনির্মাণে আরও নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বারবার কৃষি এবং কৃষকদের সুরক্ষিত করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। আমি তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করেই আমার প্রাণপ্রিয় সিংড়ার কৃষি ও কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছি।

শিক্ষার আলোয় আলোকিত সিংড়া

আজকে যখন শুনি সিংড়ার সন্তানেরা দেশের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি বিদেশের মাটিতে পড়াশোনা করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে, তখন গর্বে আমার বুক ভরে যায়। সিংড়ার সন্তান হিসাবে আমিও তাদের এই গৌরবের অংশীজন হয়ে উঠি।
অথচ আজ থেকে ১৪ বছর আগেও সিংড়ার চিত্র ছিলো আলাদা। স্বাধীনতা পরবর্তী ৩৭ বছরে অবহেলিত জনপদ হিসাবেই সকলের কাছে পরিচিত ছিলো আমাদের প্রাণপ্রিয় সিংড়া। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগব্যবস্থা প্রায় সবদিক দিয়েই পিছিয়ে ছিলো চলনবিলখ্যাত সিংড়া। শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার কারণে কর্মসংস্থান প্রাপ্তি এবং সৃষ্টিতেও পিছিয়ে ছিলো সিংড়ার সন্তানেরা। কিন্তু এই চিত্র বদলাতে সময় লাগেনি।

২০০৯ সালে প্রাণপ্রিয় সিংড়াবাসী আমাকে তাদের ভালোবাসা ও ভোট প্রদানের মাধ্যমে এক পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেই দায়িত্ব পাওয়ার পর আমি প্রথমেই মনোযোগ দিই সিংড়ার শিক্ষার মানোন্নয়নে। সিংড়াবাসীকে সাথে নিয়ে এলাকায় নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারের কাজে হাত দেই। যার ফলে ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সিংড়ায় ০৮টি কলেজ, ৫১টি হাইস্কুল, ১১টি মাদ্রাসাসহ ৭০টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর দর্শন আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শিক্ষা এক্সপেন্স নয়, ইনভেস্ট। এই সকল অবকাঠামোই গড়ে তুলবে আগামীর সমৃদ্ধ সিংড়া, আগামীর উন্নত বাংলাদেশ।

হাজারো মানুষের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার গল্প

যখন শুনি সিংড়া পৌরসভার দক্ষিণ দমদমার ৬৭ বছর বয়সী সোহরাব চাচা কিংবা ৬৫ বছর বয়সী জয়নাল মেডিকেল ক্যাম্পে চোখের ছানি অপারেশন করানোর পর তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ ফিরে পেয়েছেন, পুরোদমে করতে পারছেন তাঁদের সকল কার্যক্রম, তখন দারুণ এক আনন্দ অনুভব করি। তখন নিজেকে ভীষণ সৌভাগ্যবান মানুষ মনে হয়। কারণ মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে সেই সমস্ত দৃষ্টিশক্তিহারা অসহায় মানুষদের সন্তান হয়ে ওঠার তৌফিক দান করেছেন।

তবে এই কাজ শুরু হওয়ারও একটা গল্প আছে। আমি সপ্তাহের দুইদিন আমার প্রাণের শহর সিংড়ায় থাকি। সেখানে সিংড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জনসাধারণ আমার কাছে আসেন তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। তাদের মধ্যে অনেকেই আসেন বয়স্ক, ঠিক মতো চলাফেরা করতে পারেন না, ঠিক মতো চোখে দেখতে পান না। অনেকে এমনও আসেন যাদের চোখের চিকিৎসা করার আর্থিক সামর্থ্যটুকুও নেই। প্রথম দিকে ২-৪ জন চোখের ছানিপড়া রোগী আসতো আমার কাছে। পরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন আমার চিন্তা আসলো একটা মেডিক্যাল ক্যাম্প করলে কেমন হয়? মেডিক্যাল ক্যাম্প করলে একসাথে অনেক মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হবে।

সেই থেকেই সিংড়ায় প্রতি বছর বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পটি আয়োজন করে আসছি। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে ২৫০০-এর অধিক মানুষের ছানি অপারেশনসহ প্রায় ১৫০০০ মানুষের চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়েছে। তাদের সকলেই বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন যাপন করছেন। এই মানুষদের হাসিমুখ যখন দেখি তখন আনন্দে মন ভরে যায়। তখন জনপ্রতিনিধি হিসাবে স্বস্তির শ্বাস নিতে পারি, নিজেকে জনগণের সেবক হিসাবে আরেকটু এগিয়ে নিতে পারি।

নির্মাণাধীন সিংড়া
মডেল মসজিদ ও
ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

২০১৪ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে উন্নত মসজিদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। জননেত্রীর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি আমার নির্বাচনী এলাকা সিংড়ায় ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। মসজিদটি নির্মাণের ফলে সিংড়ার হাজারো মুসল্লি তাদের নামাজ আদায় করতে পারছেন। সেইসাথে মডেল মসজিদটি ইসলামিক সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

স্মার্ট সিংড়া বিনির্মাণে
ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক
সংগঠনের ভূমিকা

খেলাধুলা শরীর সুস্থ ও সবল করার পাশাপাশি মনকেও সতেজ করে। সেইসাথে এটি নেতৃত্ববোধও তৈরি করে। নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা যেন সুস্থ ও সবলভাবে সঠিক পথে নিজেদের পরিচালিত করতে পারে সেই লক্ষ্যে আমি ১৯৯০ সালে সিংড়ায় "দুর্দম ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান" গঠন করি। প্রতিষ্ঠাকালীন একশ আটজন সদস্য থাকলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা তিন শতাধিক। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দুর্দম ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। এই ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান থেকে 'চলনবিল ক্রীড়া উৎসব' পালন করা হয়। যেখানে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল এর মতো খেলার আয়োজন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে বিগত কয়েক বছর চলনবিল প্রিমিয়ার লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট-এর আয়োজন করে আসছি। যেখানে সিংড়া পৌরসভা ও উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের টিম অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।

এছাড়া এলাকার মানুষের সহযোগিতায় আমরা নর্দমা ভরাট করে সিংড়া পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ড জোর মল্লিকা নিংগইন মরহুম ফয়েজ উদ্দিন ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠ এবং স্কুলটি সংরক্ষিত করি। খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নবীন ও প্রবীনের মধ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। নবীন ও প্রবীণের এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই আমরা আধুনিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ সিংড়া বিনির্মাণে পথে এগিয়ে চলেছি।

সমৃদ্ধ সিংড়া বিনির্মাণে পৌর এলাকায়
ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

- শিশুপার্ক নির্মাণ
- নলেজ পার্ক নির্মাণ
- সুপার মার্কেট নির্মাণ
- সিংড়া হাট বাজারের জায়গা সম্প্রসারণ
- পৌর এলাকায় ০২ টি ব্রীজ নির্মাণ
- পৌর এলাকায় ২০ কি.মি. কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ
- পৌর এলাকায় ১০ কি.মি. আরসিসি রাস্তা নির্মাণ
- পৌর এলাকায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে ড্রেন নির্মাণ
- পৌর এলাকায় প্রধান সড়কে ফুটপাত নির্মাণ
- গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ
- ওভার হেড ট্যাংক
- হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য আবাসস্থল নির্মাণ

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

১৪ বছরে সিংড়ার বিদ্যুৎখাত উন্নয়নের এক পলক

বিবরণ	১৯৭৮-২০০৮ (৩০ বৎসর)	২০০৯-২০২৩ (মার্চ) (১৪ বৎসর ০৩ মাস)
গ্রাহক সংযোগ	২৬,৭৯৬ জন	১,০৫,০২৮ জন
বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী	৪৬%	৫৪%
বিদ্যুৎ বিতরণ সক্ষমতা	০৯ মেগাওয়াট	৩১ মেগাওয়াট
সর্বোচ্চ চাহিদা	৭.৫ মেগাওয়াট	২৮.৫ মেগাওয়াট
বিতরণ লাইন	৮২২ কি.মি.	১১৬৭ কি.মি.
সিস্টেম লস	১৩.২১%	৪.২% হ্রাস
উপকেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা	০১টি (১০ এমভিএ)	নতুন ০২টি (২৫ এমভিএ) সিংড়া-২ (জামতলী) ১৫ এমভিএ সিংড়া-৩ (খেজুরতলা) ১০ এমভিএ সিংড়া-৪ (বামিহাল) ১০ এমভিএ
সিংড়া জোনাল অফিস কমপ্লেক্স ও আবাসিক ভবন নির্মাণ	০০	সিংড়া জোনাল অফিস কমপ্লেক্স, আবাসিক ভবনসহ অন্যান্য
সেচ সংযোগ	১১০০টি	৩৬০৫টি
সোলার সেচ পাম্প	০০	০৬টি (কয়ড়াবাড়ি, স্থাপনদিঘী, বড় আদিমপুর, পালসা, ছাতারবাড়ি-২টি)

আমাদের অসাম্প্রদায়িক সিংড়া

ছোটবেলায় আমার বাড়ি থেকেই শুনতে পেতাম মন্দিরে কীর্তনের আওয়াজ এবং কাঁসর ঘন্টা। সেই ছোটবেলা থেকেই সিংড়ার দুর্গোৎসবসহ বিভিন্ন পূজা-পার্বণে অংশগ্রহণ করতাম, যেটা এখনো প্রতিনিয়ত করি। আমার প্রাণপ্রিয় সিংড়ায় বর্তমানে প্রায় ১০০টি মণ্ডপে আনন্দের সাথে উদ্‌যাপিত হয় দুর্গা পূজা। আমি তাতে অংশ নিই। এছাড়া আমি নির্বাচিত হওয়ার পর সিংড়া পৌরসভার কেন্দ্রীয় মন্দির এবং কেন্দ্রীয় শ্মশান সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং সিংড়ার প্রতিটি মন্দিরেই অনুদান পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্যে এগিয়ে চলেছি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে। যার অন্যতম উদাহরণ আমাদের প্রাণপ্রিয় সিংড়া।

আওয়ামী লীগ মানেই উন্নয়ন, নৌকা মানেই সমৃদ্ধি।

নৌকায় ভোট দিন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বদলে গেছে দীর্ঘ ৩৭ বছরের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া চলনবিল অধ্যুষিত সিংড়া জনপদের দৃশ্যপট। একসময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন জনপদে এখন বিদ্যুতের আলোকচ্ছটা। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষার প্রসার, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতাসহ আধুনিক জীবনের সকল উপকরণের সহজলভ্যতা এবং সকল উপায় দেশের অনেক উন্নত জনপদের অধিবাসীদের মতোই সিংড়াবাসীদেরও জানা।

সিংড়ার এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যহত রাখতে উন্নত, আধুনিক, নিরাপদ, নান্দনিক, মানবিক ও স্মার্ট সিংড়া গড়ে তুলতে নৌকা মার্কায় ভোট দিন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অর্জিত উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি ও সম্মাননা

২০১০

আইসিটি'র উন্নয়ন এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান এবং অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তির প্রধান সংগঠন ASOCIO Award-2010 -এ ভূষিত করা হয়।

২০১১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাসে অনবদ্য ভূমিকা পালন করায় বাংলাদেশকে মর্যাদাপূর্ণ দ্য গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড চিলড্রেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ডফ হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

২০১৩

ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড (আইএ-সআইএফ এশিয়া) অ্যাওয়ার্ড এবং জিরো প্রজেক্টস অ্যাওয়ার্ড অন ইনক্লুসিভ এডুকেশন লাভ।

Manthan Award লাভ করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠায় e-Education ক্যাটাগরিতে ১টি এবং National Data প্রতিষ্ঠার জন্য e-Infrastructure ক্যাটাগরিতে ১টি পুরস্কার লাভ করে।

২০১৪

ডিজিটাল পদ্ধতি চালু এবং শিক্ষার সম্প্রসারণে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র জাতিসংঘ সাউথ কোঅপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড-২০১৪ লাভ।

ডিজিটাল সেন্টারের ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ।

২০১৫

জাতীয় তথ্য বাতায়নের জন্য ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।

২০১৬

জাতীয় পর্যায়ে কারিগরি (প্রতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে অবদানের জন্য জনপ্রশাসন পদক লাভ করে।

ন্যাশনাল মোবাইল অ্যাপস অ্যাওয়ার্ড।

ব্র্যাক মন্থন ডিজিটাল ইনোভেশন পুরস্কার লাভ।

Asian-Oceanian Computing Industry Organizatio (ASOCIO)- তে Digital Government Award লাভ করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।

সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ-এসপিএস, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনলাইন ছাড়পত্র, শিক্ষক বাতায়ন এবং কৃষকের জানালা ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।

ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিং এবং বাংলাদেশ

ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে গত এক দশকে অসামান্য অগ্রগতি করেছে বাংলাদেশ। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলের বাংলাদেশী কৌশল অর্থাৎ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কল্যাণেই এমন উন্নতি সম্ভব হয়েছে। ২০১০ সালে জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিং-এ ১৯০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪২তম। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১১১তম।

উল্লিখিত পুরস্কারের বাইরে ICT Sustainable Development Award, একশপ এর জন্য অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ড, এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স পুরস্কার, বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি পুরস্কার, আইটেক্স পুরস্কার, বাংলাদেশ ব্রান্ড ফোরাম-এর বেস্ট প্রসেস ইনোভেশন ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর আওতাভুক্ত সংস্থাগুলো।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অর্জিত উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি ও সম্মাননা

২০১৭

- ‘eASIA Award-2017’ অনুষ্ঠানে Creating Inclusive Digital Opportunities ক্যাটাগরীতে ‘ইনফো-সরকার’ প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়।
- আইসিটি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে ‘WITSA Award 2017’ প্রদান করা হয়।
- যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত ‘MobileGov World Sumit 2017’ ইভেন্টে ‘Excellence in Designing the Future of e-Govrnment’ ক্যাটাগরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ‘Global MobileGov Awards 2017’এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নির্বাচিত হয়।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে ASOCIO -এর পক্ষ থেকে ‘ICT Education Award 2017’ প্রদান করা হয়।
- যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক দ্য ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স-২০১৭ প্রেডিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড এবং অ্যাওয়ার্ড অব ডিসটিংশন অর্জন।
- মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘টেলিমেডিসিন প্রকল্প’, ‘নাগরিক সেবা উদ্ভাবনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার’ ও ‘ই-নথি’ ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।
- ‘বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড’ এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি এলায়েন্স (APICTA) অ্যাওয়ার্ড এবং হেনরী ভিসকার্ডি অ্যাওয়ার্ড লাভ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
- কারিগরি ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ‘জনপ্রশাসন পদক ২০১৭’ লাভ।

২০১৮

- **ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড**
  বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনইএ) প্লাটফর্মেও ‘ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ লাভ।
- ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন, ইনোভেশন এ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিবিশন (ITEX Award) অ্যাওয়ার্ড-এ ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে ৩টি পুরস্কার লাভ করে বাংলাদেশ।
- ‘মুক্তপাঠ’ ও ‘পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’-এ দুটি উদ্যোগ ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে বাংলাদেশ।
- দ্যা ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স-২০১৮ অর্জন।
- দেশের ২৬০০ ইউনিয়নে উচ্চগতির ইন্টারনেট নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের স্বীকৃতিস্বরূপ ইনফো সরকার-০৩ প্রকল্পকে ‘ASOCIO Digital Government Award 2018’ প্রদান করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অর্জিত উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি ও সম্মাননা

২০১৯

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং হাই-টেক পার্ক অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত WITSA-2019 প্রদান করা হয়।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংগঠন ডাটা সেন্টার ডায়নামিস (ডিসিডি) ‘জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV)’ প্রকল্পটিকে ডেটা সেন্টার কন্সট্রাকশন ক্যাটাগরিতে ‘ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯’ পুরস্কার প্রদান করে।

- সরকারি নিয়োগে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করার জন্য এলআইসিটি প্রকল্পের ‘ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম’ The Open Group Awards, Kochi- 2019 লাভ করে।
- শিক্ষক বাতায়ন এবং মোবাইল বেইজড “এইজ ভেরিফিকেশন বিফোর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন টু স্টপ চাইল্ড ম্যারেজ প্রজেক্ট” ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ও আইসিটি খাতে প্রশিক্ষণ ও মেন্টরিং এর মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরির স্বীকৃতিস্বরূপ অ্যাসোসিও’র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে iDEA প্রকল্প।
- তথ্য ও যোগাযোগ অবকাঠামো ক্যাটাগরিতে ইনফো সরকার- ০৩ প্রকল্পকে ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) কর্তৃক চ্যাম্পিয়ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।
- এলআইসিটি প্রকল্পের ‘BNDA ও e-GIF framework’- উদ্যোগটি ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্যা ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।
- এলআইসিটি প্রকল্প BNDA এর GeoDASH Platform ২০১৯ সালে The Open Group থেকে ‘Award of Distinction’ অর্জন করে।

২০২০

ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস আওয়ার্ড ২০২০
দেশব্যাপী ই-মিউটেশন উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতি হিসেবে ‘স্বচ্ছ ও জবাবদিহি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ’ ক্যাটাগরিতে ‘ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস আওয়ার্ড ২০২০’ পেয়েছে। আইসিটি ডিভিশনের কারিগরি সহযোগিতায় ই-মিউটেশন বা ই-নামজারি প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্যা ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার- ২০২০
ই-এমপ্লয়মেন্ট ক্যাটাগরিতে সম্মানজনক ‘ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার- ২০২০’ অর্জন করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সেলের অধীন BGD e-GOV CIRT এর ই-রিক্রুটমেন্ট প্লাটফর্ম (erecruitment.bcc.gov.bd)।

- **অ্যাওয়ার্ড অব মেরিট**
- হংকংয়ে আন্তর্জাতিক ব্লক চেইন অলিম্পিয়াড ২০২০- এর প্রথম আয়োজনে মোট ৬টি পুরস্কারের মধ্যে বাংলাদেশের তরুণরা ২টি পুরস্কার লাভ করে। ৩ জুলাই ২০২০ হতে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্লক চেইন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগীতায় বাংলাদেশের ১২টি দলের প্রত্যেকটি অ্যাওয়ার্ড অব মেরিট অর্জন করে।
- **পাবলিক- প্রাইভেট পার্টনারশিপ মেরিট অ্যাওয়ার্ড- ২০২০**
তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবন-মানের উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে
- বাংলাদেশের ৬টি প্রতিষ্ঠান ‘গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড- ২০২০’ পেয়েছে। বাংলাদেশ ৪টি বিভাগে রানারআপ ও ২টি বিভাগে মেরিট পুরস্কার পেয়েছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ক্যাটাগরিতে রানার্সআপ হিসেবে পুরস্কার লাভ করে ‘উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)’ প্রকল্প।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অর্জিত উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি ও সম্মাননা

২০২১

অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১
প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা, আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশে তথ্যপ্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। বাংলাদেশকে ডিজিটাল অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিত করতে অনবদ্য অবদান রাখায় তাঁকে ‘অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড- ২০২১’ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সের (এনসিএসআই) জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচকে ৫৯.৭৪ নম্বর পেয়ে ২৭ ধাপ এগিয়ে ৪১তম স্থানে উন্নীত এবং সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে প্রথম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ।

উইটসা এমিনেন্ট পার্সনস অ্যাওয়ার্ড-২০২১
ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠি ও নারীর ক্ষমতায়ন, জীবনমানের উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অনন্য স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন, টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (উইটসা) কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত ‘উইটসা এমিনেন্ট পার্সনস অ্যাওয়ার্ড ২০২১’ পুরস্কারে ভূষিত হন।

অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড- ২০২১
Digital Government Award ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ‘ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট (ইনফো-সরকার-৩)’ শীর্ষক প্রকল্প এবং Outstanding User Organization ক্যাটাগরিতে ‘তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে এনডিডিসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পটি Asian-Oceanian Computing Industry Organization বা অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

২০২২

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক- ২০২২
কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সুরক্ষা)-এর মাধ্যমে করোনা মহামারি মোকাবেলায় অসামান্য অবদান রাখার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক- ২০২২’ লাভ করে।

HSBC Business Excellence Award- 2022
করোনা মহামারি মোকাবেলায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সুরক্ষা)- প্ল্যাটফর্ম তৈরী এবং যথাযথভাবে সেটি বাস্তবায়ন করায় HSBC Business Excellence Award- 2022 লাভ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড- ২০২২
কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য ও তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে ‘কোভিড-১৯ টেলিহেলথ সেন্টার’ ‘বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড- ২০২২’ এ চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।

উইটসা গ্লোবাল ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস- ২০২২
জনগনের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারি দপ্তরের তথ্য ও সেবাকে এক প্লাটফর্মে আনার স্বীকৃতি হিসেবে ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক উদ্যোগকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

ই-হেলথ সলিউশনস অ্যাওয়ার্ড- ২০২২
করোনা মহামারির সংকট মোকাবিলায় প্রযুক্তিসেবা ও নাগরিকদের চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ায় কোভিড-১৯ ড্যাশবোর্ড উদ্যোগকে প্রদান করা হয়েছে ‘ইনোভেটিভ ই-হেলথ সলিউশনস অ্যাওয়ার্ড’।

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

সিংড়ার উন্নয়নে আপনার মূল্যায়ন

শিক্ষা	☆☆☆☆☆
স্বাস্থ্য	☆☆☆☆☆
কৃষি	☆☆☆☆☆
বিদ্যুৎ	☆☆☆☆☆
খাদ্য	☆☆☆☆☆
বাসস্থান	☆☆☆☆☆
অবকাঠামো	☆☆☆☆☆
নিরাপত্তা	☆☆☆☆☆
অন্যান্য	☆☆☆☆☆

যে বিষয়ে উন্নয়ন প্রয়োজন:

যে বিষয়ে উন্নয়ন প্রয়োজন নেই:

জমা দিন

QR কোডটি স্ক্যান করেও আপনার মূল্যবান মতামত দেওয়া যাবে

প্রতি
জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক
বাসা নম্বর ৬৭০, সিংড়া কলেজ পাড়া,
ডাকঘর: সিংড়া, পোষ্ট কোড-৬৪৫০
সিংড়া পৌরসভা, সিংড়া, নাটোর।

তারিখ:

ইতি
নাম:
ঠিকানা:
মোবাইল নং:
ইমেইল:

NATIONAL EMERGENCY SERVICE 999

তথ্য ও সেবা 333 সবসময়

দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক ১০৬

আপনার যেকোন অভিযোগ, পরামর্শ এবং তথ্যের জন্য পলক-কে ফোন করুন ০১৭৬৬৬৯৯৯৯৯

zapalak | @zapalak | @palak.mp | @zapalak | zapalak | @zapalak | palak.net.bd